যুগান্তর

তারিখ ০৪ NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি শেষ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দু'দিনব্যাপী সর্বাত্মক কর্মবিরতি সোমবার শেষ হয়েছে। বেসরকারি কলেজ থেকে জাতীয়করণের মাধ্যমে চাকরি সরকারি হওয়া শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা না দেয়ার দাবিতে তারা এই কর্মসূচি ডেকেছিলেন। শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এই কর্মসূচির কারণে রোব ও সোমবার বিভিন্ন সরকারি কলেজসহ শিক্ষা বিভাগের দফতরগুলো স্থবির হয়ে পড়েছিল। কোনো সরকারি কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। শুধু তাই নয়, শিক্ষা ক্যাডারের প্রশাসনিক কাজের সর্বোচ্চ দফতর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) অতি জরুরি কাজ বাদে অন্য কাজকর্ম তেমন একটা হয়নি। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডসহ শিক্ষা বিভাগের দফতরগুলোও ছিল স্থবির।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে একই কর্মসূচি পালিত হয়। সমিতির মহাসচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে এই কর্মসূচি ডেকেছিলেন। দু'দিন যেভাবে কর্মসূচি পালিত হয়েছে তাতে তাদের মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে। আমরা আশা করছি, কর্মকর্তাদের দাবি পূরণে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই, সেখানে একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হচ্ছে। সে অনুযায়ী সারা দেশে ৩২৫টি বেসরকারি স্কুল ও ৩১৫টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ হবে। ইতিমধ্যে ৩০০ করে প্রায় ৬০০ স্কুল ও কলেজ সরকারি হওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে।

সরকারিকরণের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে ২৮৩ কলেজের সম্পদ সরকারি খাতে হস্তান্তর (ডিড অব গিফট) হয়েছে। স্কুলের ব্যাপারেও একই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার যুগান্তরকে বলেন, আমরা জাতীয়করণের বিপক্ষে নই। কিন্তু ক্যাডার সার্ভিসে চাকরিতে প্রবেশের একটি ব্যবস্থা আছে। সেটা অনুসরণের জন্য আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি।